গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
karimgonj.kishoreganj.gov.bd

ঃঃ জলমহাল ইজারার আবেদন গ্রহণ বিজ্ঞপ্তি ঃঃ

সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি'২০০৯ অনুযায়ী করিমগঞ্জ উপজেলার ২০(বিশ) একর পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট বদ্ধ জলমহালসমূহ ১৪২৩ হতে ১৪২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে সমবায় অধিদপ্তর এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ও সংগঠনের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদনসমূহ ১ম পর্যায় ১৮/০২/২০১৬ খ্রি., ২য় পর্যায় ২৪/০২/২০১৬ খ্রি., ৩য় পর্যায় ০২/০৩/২০১৬ খ্রি., ৪র্থ পর্যায় ০৯/০৩/২০১৬ খ্রি. এবং ৫ম পর্যায় ১৬/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখ ধার্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে রক্ষিত বাক্সে বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং আবেদন ফরম নগদ ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে দরপত্র দাখিলের পূর্ব দিন পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত কার্যালয় হতে ক্রয় করা যাবে। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে জানা যাবে।

১৪২৩-১৪২৫ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালসমূহ

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	সম্ভাব্য ইজারা মূল্য	মন্তব্য
০১	কালামানিক্য জলমহাল, নিয়ামতপুর	৩১,৫০০/-	
০২	সিংরা বিল জলমহাল, সুতারপাড়া	৪৭,২৫০/-	
০৩	দক্ষিণ নানশ্রী খাস পুকুর, জয়কা	৩,৪৮,৬০০/-	
০৪	হুগলী বিল, নোয়াবাদ	৪২,৩০০/-	
০৫	কুমুরিয়া বিল, জাফরাবাদ	১০,৫০০/-	
০৬	সাকুয়া মজাপুকুর	৬০,৬৯০/-	
০৭	জামাইমারা খাল, সুতারপাড়া	১৩,৬৫০/-	

ঃ শর্তাবলী ঃ

০১. সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন সমিতিতে যদি কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎসজীবী নহেন, সে সমিতি কোন সরকারী জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

০২. জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎসজীবীদের সমিতি বা সমিতিসমুহ ঐ জলমহাল ইজারা/ ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে।

০৩. জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমানস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্রসহ বিগত তিন বছরের অডিট রিপোর্ট আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধিত মৎস্যজীবীদের সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রত্যয়নপত্র বা অডিট রিপোর্ট প্রযোজ্য নয়।

০৪. আবেদনপত্রের সাথে সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) দাখিল করতে হবে।

০৫. ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত সাক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে।

০৬. আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র, নির্বাচিত কমিটি, সমিতির লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র এবং তিন বছর মেয়াদে ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালে মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা দাখিল করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

০৭. আবেদনকারী সমিতি প্রকৃত মৎসজীবী সমিতি কি না এবং সমিতির অবস্থান জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৮. কোন সমিতি ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপি হলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা জলমহাল বিষয়ে অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে উক্ত সমিতি ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে না।

০৯. কোন সমিতি বছরের যেকোন সময় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করলেও ঐ বছরের ০১ বৈশাখ হতে ইজারা হিসাবে গণ্য করা হবে।

১০. আবেদন ফরমের সমুদয় কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১২. জলমহাল ব্যবস্থাপনানীতি, ২০০৯ এর ভিত্তিতে একটি মাত্র প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের আবেদন পাওয়া গেলেও উক্ত সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হবে। একাধিক সংগঠন/সমিতি আবেদন করলে এবং একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমযোথার ভিত্তিতে একটি নিবন্ধিত প্রকৃতমৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

১৩. সময় মতো লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লীজ বাতিল করতে পারবেন এবং বাতিলকৃত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদান করতে পারবেন।

১৪. কোন সমিতি/সংগঠন বরাবরে কোন জলমহাল ইজারা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য (ভ্যাট আয়করসহ) পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী প্রতি বছরের ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য যথা সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত ইজারাদেশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, করিমগঞ্জ বাতিল করবেন এবং জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৫. আবেদন পত্রের সাথে আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ সরকার অনুমোদিত যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে বিডি/পে অর্ডার মারফত জামানত বাবদ জমা দিতে হবে। জামানতের অর্থ ইজারার শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

১৬. প্রস্তাবিত ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১৭. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২(দুই)টির বেশি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করতে পারবে না।

১৮. ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব লীজ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেয়া যাবে না। যদি সাব লীজ প্রদান প্রমাণিত হয় তবে ইজারাদেশ বাতিল করা হবে এবং জামানতসহ জমাকৃত অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্তের জন্য কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৯. জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতি/সংগঠনকে সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এতদ সংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০. ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল সয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের উপর ন্যাস্ত হবে।

২১. ইজারাকৃত সকল জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক পবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

২২. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২৩. যে সকল জলমহাল থেকে (নদী, হাওড়, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না এবং ইজারাকৃত বন্ধ জলমহালে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

২৪. ইজারাকৃত জলমহালের পাড়ে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫. সরকারি জলমহালের ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিও এর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে এবং উক্ত সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল ইজারা দেওয়া হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুন ভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

২৬. বর্ষার মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭. ইজারকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৮. জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব কল্পচবাগের সৃষ্টি করতে হবে। যা মাছের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালের কেউ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না।

২৯. কোন কারণ দর্শানো ব্যতীরেকে যেকোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

২.২.১৬

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
ফোন ঃ ০৯৪২৭-৫৬০০১
ফ্যাক্স ঃ ০৯৪২৭-৫৬২৫৩
ই-মেইল ঃ unokarimganj@mopa.gov.bd

স্মারক নং ঃ ০৫.১২.৪৮৪২.০০৪.০৩.০১.১২-১১১(১০০)-২০১

০২/০২/১৬ তারিখ ঃ ০২/০২/২০১৬ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও বহুল প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা কিশোরগঞ্জ-৩।
০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
০৫। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ।
০৭। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ।
০৮। সিভিল সার্জন, কিশোরগঞ্জ।
০৯। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কিশোরগঞ্জ।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..... । (সকল)
১১। সহকারি কমিশনার (ভূমি), ... । (সকল)
১২। উপজেলা..... কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
১৩। সম্পাদক, দৈনিক শতাব্দির কণ্ঠ, কিশোরগঞ্জ। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি ৪"×১২" মাপে আগামী ১৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে ০১ (এক) দিনের জন্য প্রকাশ করে পত্রিকার দুই কপি বিজ্ঞপ্তিসহ অত্র কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। জনাব ....., করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
১৫। অফিস কপি।

২.২.১৬

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

০২/০২/১৬